দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ০৭/০২/২০২১ (পৃঃ ১৫)

খাদ্য নিরাপত্তা ও নীতি গবেষণা দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে ব্রি

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

খাদ্য নিরাপত্তা ও এ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন নিয়ে গবেষণাকারী দক্ষিণ এশিয়ার গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শীর্ষ অবস্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। গত বছরও ব্রি একই ক্যাটাগরিতে শীর্ষ স্থানে ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লডার ইনস্টিটিউট পরিচালিত গ্লোভাল থিঙ্ক ট্যাঙ্কস জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে।

সারা বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে এমন ৬৮টি গবেষণা ও নীতি নির্ধারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিচালিত এই জরিপে ব্রি দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে এবং সারা বিশ্বে ১৬তম অবস্থানে রয়েছে। একই তালিকায় ভারতের ইন্টারন্যাশনাল ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর সেমি এরিড ট্রপিক (আইসিআরআইএসএটি) ২৯তম, বাংলাদেশের সিপিডির অবস্থান একই বিভাগে ৩৫তম এবং ফিলিপাইনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) ২৯তম স্থানে রয়েছে। গত ২৮ জানুয়ারি পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের থিঙ্ক ট্যাঙ্কস অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি প্রোগ্রাম (টিটিসিএসপি) এই গবেষণার ফল প্রকাশ করে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সিনিয়র কমিউনিকেশন অফিসার এম আব্দুল মোমিন এ তথ্য জানান।

তিনি আরো জানান, পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লডার ইনস্টিটিউটের থিংক ট্যাঙ্কস এবং সিভিল সোসাইটি প্রোগ্রাম (টিটিসিএসপি) বিশ্বব্যাপী সরকার এবং নাগরিক নীতিমালা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে। ২০০৬ সালে সূচকটি চালু হওয়ার পরে গ্লোভাল থিঙ্ক ট্যাঙ্কস সূচক বা জিজিটিটিআইয়ের ১৫তম গবেষণা প্রতিবেদন এটি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ব্রিসহ ৪৬টি থিঙ্ক ট্যাংক রয়েছে যারা খাদ্য ও এ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন নিয়ে। এটি সারাবিশ্ব জুড়ে ১৭৯৬ টিরও বেশি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া, একাডেমিয়া, সরকারি ও বেসরকারি দাতাপ্রতিষ্ঠান এবং বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করে।

জিজিটিটিআই ইনডেক্স এ ২০২০ সালে ১৮টি ক্যাটাগরিতে বিশ্বব্যাপী ১৭৪টি প্রতিষ্ঠানকে শীর্ষস্থানীয় থিংক ট্যাঙ্কস হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ব্রি ৬৮টি খাদ্য সুরক্ষা ও নীতি গবেষণা সংস্থার মধ্যে ১৬তম অবস্থানে উঠে এসেছে। উল্লেখ্য, কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও অনুকরণীয় অবদানের জন্য ২০১৯ সালে ব্রি স্পেনভিত্তিক অনলাইন তথ্যভান্ডার র‍্যাংকিং ওয়েব অব ওয়ার্ল্ড রিসার্চ সেন্টারের মূল্যায়ন অনুযায়ী বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ নানা মানদণ্ডে দেশের সেরা গবেষণা সংস্থার তালিকায় শীর্ষস্থানে ছিল বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

the dailyobserver
We stand for people's rights

Date: 07/02/2021 (Page: 09)

Md Mesbahul Islam, Senior Secretary of the Ministry of Agriculture speaking at a workshop organised by Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) at its Kazi Badrudduza auditorium on Saturday. PHOTO: **OBSERVER**

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ০৬/০২/২০২১ (পৃঃ ০৬)

কৃষি গবেষণায় গুরুত্বারোপ

অঞ্চলভিত্তিক সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হবে

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো মূলত কৃষিনির্ভর। দেশের বেশির ভাগ মানুষের জীবন-জীবিকা কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে হলে কৃষির উন্নয়নে আরো বেশি জোর দিতে হবে। সে কারণে কৃষির বহুমুখীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং দেশে ও বিদেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে আরো বেশি গবেষণা করতে হবে এবং মাটি, পানি ও আবহাওয়া অনুযায়ী কোন অঞ্চলে কী ধরনের ফল, ফসল ভালো হবে তার অঞ্চলভিত্তিক মানচিত্র বা জোন ম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে। বৃহস্পতিবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) প্রকাশিত '১০০ কৃষি প্রযুক্তি অ্যাটলাস' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।

শেখ হাসিনা কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে বলেন, 'আমাদের দেশের কৃষিপণ্য যাতে মানসম্পন্ন করা যায় তার জন্য আরো পরীক্ষাগার তৈরি করা দরকার। সেই সঙ্গে অঞ্চলভিত্তিক পরীক্ষাগারও নির্মাণ প্রয়োজন।'

বাংলাদেশের কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ক্রমেই প্রবল হচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলের বেশির ভাগ এলাকা জোয়ারের পানিতে তলিয়ে যায়। জমিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ভূগর্ভেও বাড়ছে লবণাক্ততা এবং তা ক্রমেই দেশের মধ্যাঞ্চলে চলে আসছে। অন্যদিকে বরেন্দ্র এলাকা ও উত্তরাঞ্চলে পানির স্তর ক্রমেই নিচে নামছে। মরুকরণ প্রক্রিয়া প্রকট হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ বছর দীর্ঘকালীন বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বাড়ছে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ। এত সব প্রতিকূলতা মোকাবেলা করেও বাংলাদেশের কৃষি এগিয়ে চলেছে। অনেক কৃষিপণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানিও হচ্ছে। আর এ সবই সম্ভব হয়েছে কৃষি নিয়ে সফল ও উন্নততর গবেষণার কারণে। ধান, পাট, ইক্ষু, চা, রেশম, তুলা, বনজসম্পদ এবং মৎস্যসম্পদ নিয়ে দেশের কৃষিবিজ্ঞানীদের যেসব উদ্ভাবন রয়েছে, তা থেকে নির্বাচিত ১০০টি উদ্ভাবন এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। লবণাক্ততাসহিষ্ণু ধান উৎপাদনে বিজ্ঞানীদের সাফল্যের জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের দুর্যোগ সহনীয় ফসল উদ্ভাবনে আরো বেশি জোর দিতে হবে। তিনি বলেন, গবেষণাকে আমরা সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিই। আমাদের কৃষিপণ্য মানসম্মত করার জন্য গবেষণার সুযোগ আরো বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানীদের সাফল্য অনেক। দেশে প্রতিবছরই আবাদযোগ্য জমি কমছে। লবণাক্ততা, খরা, বন্যাসহ প্রাকৃতিক নানা কারণে ফসল উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখন খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। ক্রমেই বেড়ে চলেছে বিভিন্ন ফসলের মোট উৎপাদন। আর এ সবই সম্ভব হয়েছে নিরন্তর গবেষণা ও উন্নত প্রযুক্তির কারণে। যেকোনো মূল্যে এই ধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখঃ ০৬/০২/২০২১ (পৃঃ ০৪)

গবেষণার গুরুত্ব

উন্নত জাত উৎপাদনে নজর দিতে হবে

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে গবেষণা এবং অঞ্চলভিত্তিক 'জোন ম্যাপ' প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, মাটির উর্বরতা ও পরিবেশ বিবেচনা করে যে ফসল যেখানে ভালো হয় সেখানেই তা চাষাবাদ করতে হবে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার কৃষি ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি অর্জনে প্রকাশিত ১০০ কৃষিপ্রযুক্তি অ্যাটলাসের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। দেশের কৃষিবিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত ধান, পাট, আখ, চা, রেশম, তুলা, বনজ ও মৎস্য সম্পদের থেকে নির্বাচিত প্রযুক্তি অ্যাটলাসে যুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে প্রযুক্তিগুলোর প্রয়োগে বেশ কিছু সাফল্যের গল্প, যা হতে পারে কৃষি উন্নয়নে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তবে গবেষণা বাড়ানো গেলে কৃষিপণ্যের গবেষণাকে অধিক মানোন্নয়ন এবং বাজারজাত করা সহজ হবে। সরকার বীজ সংরক্ষণে নরওয়ের সঙ্গে কাজ করছে। আগে ধানের উৎপাদন মূলত আমন মৌসুমের ওপরে নির্ভরশীল ছিল। আশির দশক থেকে বোরো মৌসুমে ধানের উৎপাদন দ্রুত বাড়তে থাকে। পণ্য উৎপাদনের মূলে থাকতে হবে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো এবং দেশ-বিদেশে বাজার সৃষ্টি ও রপ্তানি। বন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, উজানের ঢল, পাহাড়ি ঢল ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং বিশেষ বিশেষ ফসল চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরণে সরকার ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৪০২ কোটি ৫৯ লাখ টাকা প্রণোদনা দিয়েছে। ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ ও পানির সমস্যা সামনের দিনে অনেক বড় আকার ধারণ করবে। সব ধরনের ফসলের উৎপাদন ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বাড়ানো যাবে। আমরা আদা, রসুন, পিঁয়াজ, ডাল ও সয়াবিন বিদেশ থেকে আমদানি করে চাহিদা মেটাচ্ছি। এগুলো দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব। আমাদের বিজ্ঞানীদের শুধু চাল ছাড়াও অন্য ফসলগুলোর উন্নত জাত উৎপাদনের দিকে নজর দিতে হবে।